সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

খুতুবাতে যুলফিকার থেকে নির্বাচিত বয়ানের অনুবাদ

রমাযান মাস

গুরুত্ব ও করণীয়

মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী
সদর ও পৃষ্ঠপোষক, জামিয়া দারুল হুদা বাননুর, পাকিস্তান
মুহতামিম, দারুল উলূম জঙ্গ, পাকিস্তান

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমদাদিয়া আরাবিয়া দলিপাড়া, উত্তরা, ঢাকা
খতীব, মৌলবীবাড়ি জামে মসজিদ, নলভোগ, উত্তরা, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা জালালুদ্দীন
ইমাম ও খতীব, আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
সিনিয়র মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, গাজীপুর

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বয়ান সংকলন **রমাযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয়**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © 2015-2019 মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ : ০৯ শাবান ১৪৪০ / ১৫ এপ্রিল ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৩৬ / জুন ২০১৫

প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

ISBN : 978-984-91176-5-0

মূল্য ■ ৳ ৩২০.০০ (তিন শত বিশ টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মাকতাবাতুল ফুরকান এখন একটি পরিচিত নাম। ইসলামী প্রকাশনায় নতুনত্ব এবং মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ প্রকাশনার সবগুলো কিতাব আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সমসাময়িক আল্লাহওয়ালাদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের মূল্যবান কিছু বয়ানের সংকলন ও অনুবাদ *রমাযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয়*। কিতাবটি অনুবাদ করেছেন তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের একজন স্নেহধন্য মানুষ।

মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং বিখ্যাত আলেম। নকশবন্দী তরীকায় তার বিশেষ অবদান ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আধুনিক পৃথিবীতে তার উজ্জ্বল জীবনাদর্শ এবং ব্যতিক্রমী বয়ান ও উপস্থাপনা ইসলামের পথে আগে বাড়ার জন্য এক অবিশ্বাস্য অনুপ্রেরণার উৎস। তার অনেকগুলো বয়ান *খুতুবাতে যুলফিকার* নামে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূ ভাষায় বারো খণ্ডে প্রকাশিত এ কিতাব সারা বিশ্বেই আলোড়ন তুলেছে। এ আলোড়িত অনুভূতি থেকেই মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব *খুতুবাতে যুলফিকার*-এর কয়েকটি নির্বাচিত বয়ান অনুবাদ করেছেন। তার সহজ-সরল অনুবাদ খুবই সুন্দর। তদুপরি এদেশের স্বনামধন্য অনুবাদক, লেখক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা জালালুদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম তা সম্পাদনা করে দেওয়ার পর তার সৌন্দর্য এবং গতিময়তা অনেক বেড়েছে। ইনশাআল্লাহ সব শ্রেণির পাঠকরাই এতে উপকৃত হবেন।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২০ শাবান ১৪৩৬ / ০৮ জুন ২০১৫

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম বর্তমান সময়ের একজন অন্যতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব। তার সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানার সুযোগ হয় ২০০৫ সালে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা মুফতী জাফর আলম কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের জবানে। তিনি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী, বসুন্ধরার একজন সিনিয়র মুহাদ্দিস। আমি তখন মিশকাত জামাতের তালেবে ইলম। উস্তাদে মুহতারাম হযরত সম্পর্কে বলেন, 'আমাদের আকাবেরগণের মধ্যে এমন অনেক বুযুর্গ অতীত হয়েছেন, যারা তাদের মুরীদকে ক্বলবী তাওয়াজ্জুহ তথা আত্মিক দীক্ষা দিতেন। কিন্তু বর্তমান জামানায় এটা বিরল। হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি বর্তমান জামানার এমন এক বুযুর্গ যিনি ক্বলবী তাওয়াজ্জুহ দিয়ে থাকেন।'

তার সম্পর্কে আমার আরেকজন উস্তাদ মাওলানা মুফতী মাহমুদ আনওয়ার কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন, 'আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে যে চারটি ত্বরীকার সিলসিলা—কাদিরিয়াহ, চিশতীয়াহ, সোহরাওয়ারদিয়া ও নকশবন্দীয়াহ—চালু আছে, সবই সহীহ ও হক। বর্তমান জামানায় নকশবন্দী সিলসিলার অনেক উঁচু মানের বুযুর্গ হচ্ছেন মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম।'

ছাত্র জীবন থেকে উস্তাদগণের মুখে তার সম্পর্কে এরকম অনেক কথা শুনে তাকে কাছ থেকে একটু দেখার আগ্রহ মনের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল। ইতিমধ্যে তার বয়ানের সংকলন *খুতুবাতে যুলফিকার* বারো খণ্ডে উর্দূতে ছাপা হয়। এ কিতাবগুলো পড়ে অন্তরে তাকে দেখার আগ্রহ আরও তীব্র হয়। কিন্তু তিনি থাকেন সুদূর পাকিস্তানে, আর আমি বাংলাদেশে। আমার স্বপ্ন দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানী, ২০১৪ সালে রমাযানে উমরার উদ্দেশ্যে আমার মক্কা-মদীনায় যাওয়ার তাওফীক হয়। ঐ বছরই তিনি তার

অর্ধশতাধিক মুরীদ নিয়ে রমাযানে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় তাশরীফ আনেন। আলহামদুলিল্লাহ, মক্কা-মদীনা উভয় স্থানে তাকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য নসীব হয়।

মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের বয়ানের সংকলন *খুতুবাতে যুলফিকার* কিতাবটি অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেবল যুগের একান্ত দাবীই নয়, বরং এর বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক ইসলাম পিপাসু ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি আশাবাদী। ইদানিং আহলে হাদীস ও সালাফীদের পক্ষ হতে রমাযানের উপর কিছু বই বিভিন্ন মসজিদের গেটে বিলি করতে দেখা যায়। অথচ তাদের প্রচারণায় সাধারণ মুসল্লীদের সহীহ ইলম থেকে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও ভূমিকা রেখেছে। আমাদের আকাবেরদের মূল্যবান বয়ান বা দিকনির্দেশনামূলক আলোচনার ফায়দা গভীর এবং ব্যাপক। এরই সুবাদে হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের বয়ানের সংকলন *খুতুবাতে যুলফিকার* থেকে শাবান ও রমাযানের উপর কয়েকটি মূল্যবান বয়ান একত্র করে তার নাম দিয়েছি *রমাযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয়*। একথা বাস্তব সত্য যে, এ সময়ে কোনো বই অনুবাদ করার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই। নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও বয়ানগুলো বাংলায় খুব সহজ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি সকলেই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কিতাবটি বাংলা অনুবাদের আদ্যোপান্ত সম্পাদনার কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা জালালুদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম। আমি তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দিন। সর্বোপরি শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর বিশেষ শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি এ কিতাবের গুরুত্বকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আমি এ প্রকাশনার সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে সুধি পাঠক সমাজের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল-ত্রুটি হলে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করে নেন। আর এর উসিলায় অধমের আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, শশুড়-শাশুড়ি ও জীবনসঙ্গিনী এবং আমার চোখের দুনয়ন আব্দুল্লাহ হামযাহ ও আব্দুল্লাহ হুযাইফাহসহ আমার সমস্ত আসাতেযায়ে কেরামের হায়াতে তায়্যিবা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

দুআ প্রার্থী

মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা

০৭ রজব ১৪৩৬

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. ও মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক রহ.-এর অন্যতম বুযুর্গ খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের পবিত্র হস্ত মুবারকে।

■ অনুবাদক

সূচিপত্র

বয়ান-১

শবে বরাতের ফযিলত

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের দৃশ্য ১৭
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ২১
বন্দেগী কাকে বলে? ২২
জাগ্রত অবস্থায় রাসূলের সাক্ষাত লাভের পন্থা ২৩
এক টাকার ভিক্ষুক ২৪
দুআর সময় আমাদের অবস্থা ২৪
দুআ করার পদ্ধতি ২৫
দুআ নেওয়ার পদ্ধতি ২৬
বর্তমান যুগে যুব-সমাজের কাছে পিতা-মাতার অবস্থান ২৬
ছেলেকে নামাযী বানানোর দুআ ২৬
পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের ফযিলত ২৭
পিতা-মাতার দুআর শক্তি ২৭
খুব সর্তকতার সাথে চল ২৮
ব্যর্থ চাওয়া ২৮
রজব, শাবান ও রমাযানের ফযিলত ২৮
শাবান শব্দের ব্যাখ্যা ২৯
হরফ অনুপাতে শাবানের ফযিলত ও তাৎপর্য ২৯
১৫ই শাবানের রোযা ৩০
সব কিছুর খাযানার মালিক কে? ৩০
আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখতার কুফল ৩১
অমাদের জীবনে পেরেশানীর মূল কারণ ৩১
আল্লাহওয়ালাগণ কোত্থেকে খান? ৩২
সৎ আলেমের পরিচয় ৩২
পাথরের ভেতরেও রিযিক প্রদান ৩৩
একটি এলহামী কথা ৩৩
রিযিকের বরকত চলে যাওয়ার কারণ ৩৪
এক ম্যানেজারের কান্না ৩৪
রিযিকে এত বরকত! ৩৪
মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর দানশীলতা ৩৫
খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী রহ.-এর দানশীলতা ৩৬

দুনিয়াদারদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ৩৬
সন্তানকে গড়ে তোলার প্রথম ভিত্তি ৩৭
উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর গরীবী হালত ৩৭
ছেলে গভর্নর হলেন ৩৮
একটি শিক্ষনীয় ঘটনা ৩৯
মেহমানের রিযিক ৪০
একজন সতী নারীর দানশীলতা ৪১
রাসূল সা.-এর দুআ ৪৪
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৪৪
আল্লাহ তা'আলার কাছে আল্লাহর মহব্বত চান ৪৫
সালাতুত তাসবীহর ফযীলত ৪৫
সালাতুত তাসবীহ আদায়ের পদ্ধতি ৪৫
দুআ কবুলের রহস্য ৪৬
ক্ষমা করার এক আশ্চর্য বাহানা ৪৬
বিচার-দিনের মালিক ৪৭

বয়ান ২

রমাযানের ফযিলত

রমাযানের আভিধানিক অর্থ ৪৯
রোযার আভিধানিক অর্থ ৫১
শরীয়তের পারিভাষায় রোযার অর্থ ৫১
রোযার নিয়ত করার সময় ৫২
ইমাম জাফর সাদেক রহ.-এর তাহক্বীক ৫২
রমাযান মাস পেতে রাসূলের শেখানো মাসনূন দুআ ৫২
রমাযানের জন্য ইর্ষনীয় প্রস্তুতি ৫৩
সারা বছরের অন্তর হলো রমাযান মাস ৫৩
দুআ কবুলের মাস ৫৪
রমাযান মাস ইবাদতের মাস ৫৫
ইবাদতের প্রকৃত অর্থ ৫৬
রোযাদারদের পুরষ্কার ৫৭
রোযাদার ব্যক্তির দুটি খুশি ৫৭
একটি গোপন অঙ্গিকার ৫৮
বে মিসাল ও বে রিয়া ইবাদত ৫৯
রোযা হচ্ছে ঢাল ৬০
রোযা ও কুরআনের সুপারিশ ৬০
পুণ্যের মৌসুম ৬০
মাগফিরাতের মাস ৬১
আমলের মধ্যে অটল থাকার সুবর্ণ সুযোগ ৬২
এতেকাফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬৩

এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য কি? ৬৩
শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল সা.-এর আমল ৬৪
কদরের রাতের ফযিলত ৬৫
জীবনের উত্তম মুহূর্ত ৬৫
সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? ৬৭
একটি শিক্ষনীয় ঘটনা ৬৭
নেকীর চেক বই ৬৯
রমাযান মাস ও ইউসুফ আ.-এর পরস্পরিক সম্পর্ক ৬৯
মাজালিসে এতেকাফের উদ্দেশ্য কি? ৭০
একটি বদ-দুআর উপর রাসূল সা.-এর আমীন বলা ৭০
খুশি নাকি শান্তি ৭১
ইজতিমায়ী আমলের ফযিলত ৭২

বয়ান-৩

রমাযান মাসের বরকত

সফল মানুষ ৭৪
শাবান মাসের ফযিলত ৭৫
রমাযান মাসে রাসূল সা.-এর আমল ৭৫
নেকী অর্জনের মৌসুম ৭৬
জান্নাতের সাজ ৭৭
রমাযানের অপেক্ষায় রাসূল সা. ৭৭
রোযাদারের ফযিলত ৭৮
সুবর্ণ সুযোগ ৭৮
আকাবেরগণের রমাযান ৭৮
ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-এর আমল ৭৯
হযরত রায়পুরী রহ. -এর আমল ৭৯
রমাযান সম্পর্কে মুজাদ্দেদ আলফে সানী রহ.-এর বক্তব্য ৮০
সওয়াব বৃদ্ধির মাস ৮০
তিন দশকের ফযিলত ৮০
আল্লাহ তা'আলার রহমত বাহানা তালাশ করে ৮১
ইবাদতের প্রতিবন্ধকতা ৮১
বুযুর্গীর মাপকাঠি ৮২
সুলভমূল্যে জান্নাত বিক্রয় ৮২
মাওলানা যাকারিয়্যাহ রহ.-এর আমল ৮৩
মাওলানা শাইখুল হিন্দ রহ.-এর আমল ৮৩
আল্লাহকে রাজি করার পদ্ধতি ৮৫
আরাম ও শান্তি ৮৬
অলসতা পরিত্যাগ করতে হবে ৮৬
ঘরের মহিলাদেরও কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে ৮৭

রমাযান মাস—মেহনতের মাস ৮৭
জিবরাইল আ.-এর বদ-দুআ ৮৮
আমাদের নেক আমলের শোচনীয় অবস্থা ৮৮
বৃদ্ধা মহিলার মহব্বত ৮৯
এক পাখির মহব্বত ৯০
মুক্তির পথ ৯০

বয়ান-৪

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

কেন রোযা ফরয করা হলো? ৯১
রোযার হিকমত ৯১
রোযার পূর্ণতা ৯২
রোযার আদব ৯৩
রোযায় ধরেছে এ ধরনের কথা না বলা ৯৩
গীবত থেকে বিরত থাকুন ৯৩
রোযা ঈমানের ঢাল ৯৪
রোযার উদ্দেশ্য ৯৪
ডাক্তারদের দৃষ্টিতে রোযা ৯৪
রোগীর সেবা করা এবং প্রতিবেশীর খেয়াল রাখা ৯৫
একটি বাস্তব ঘটনা ৯৬
উত্তম ব্যবহার ৯৬
রোযার মূল উদ্দেশ্য ৯৭
নেয়ামতের কদর করা চাই ৯৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৯৭
খাওয়ার আদব ৯৮
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৯৯
রিযিক বণ্টন ৯৯

বয়ান-৫

রোযা ও তারাবীর শারীরিক ফায়দা

আল্লাহ তা'আলার উপস্থাপনা কতই না চমৎকার! ১০১
রোযা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ১০৩
কুরআনের পদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের জন্য উপদেশ ১০৪
অন্তরের বার্ষিক ওয়ার্কসপ ১০৪
ইলম অর্জনের জন্য কোনো বয়স লাগে না ১০৫
ঈমানের চার্জার ১০৭
কুরআন ও হাদীসে চিকিৎসার দিকনির্দেশনা ১০৭
অধিক খাবার খেলে যেসব রোগ হয় ১১০

কম খাওয়ার অভ্যাস করুন ১১১
রাসূল সা.-এর পবিত্র অভ্যাস ১১২
সুস্থ থাকার উত্তম পন্থা ১১২
সুস্থতার পয়গাম ১১৩
ইসলামের সত্য হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ ১১৩
সিংহ সুস্থ থাকার রহস্য ১১৪
সিংহ কি পরিমাণ খায় ১১৪
মৃগার মাছ সুস্থ থাকার রহস্য ১১৪
অলসতা লাগে কেন? ১১৫
বরেণ্যদের খাবার ১১৫
ওজন কমানোর সহজ পন্থা ১১৬
ক্ষুধা নিঃশেষ হওয়ার অনুভূতি ১১৭
ঝষরসসরহম ঈষঁন এ যাওয়ার প্রয়োজন নেই ১১৯
তারাবীর শারীরিক ফায়দা ১১৯
নামায একটি ইবাদত ও ব্যায়াম ১১৯
সর্বদা সুন্দর থাকা ১২১
ডায়বেটিক কন্ট্রোলে রাখার পন্থা ১২২
রমাযানের জন্য প্লানিং করা প্রয়োজন ১২৪
লাইলাতুল কদর পাওয়ার সহজ পন্থা ১২৬

বয়ান -৬

গোনাহের অশুভ পরিণতি

গোনাহ ছাড়ার নির্দেশ ১২৮
গোনাহের ক্ষতিসমূহ জানাও আবশ্যক ১২৯
জ্ঞানী হয়েও পথহারা ১৩২
ইলম থাকা সত্ত্বেও পথহারা—এ কথার মানে কী? ১৩৩
নেকী আর গোনাহের মধ্যে পার্থক্য ১৩৪
আলোকিত অন্তরের হেফাযত ১৩৪
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার ১৩৫
গোনাহ অপবিত্র বস্তুর ন্যায় ১৩৮
গোনাহের দুর্গন্ধ ১৩৯
নেকীর সুঘ্রাণ ১৪০
কবরে মরদেহ পঁচা এবং না পঁচার কারণ ১৪৪
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ১৪৬
কবর মৃত ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করে? ১৪৭
কবরে আল্লাহ তা'আলার আযাবের দৃশ্য ১৪৮
কবরের মটিতে ফুল ১৫১
একটি পরীক্ষিত বাস্তবতা ১৫৩
গোনাহের ক্ষতিকর প্রভাব ১৫৫

গোনাহকে হালকা মনে করা যাবে না ১৬১
এটি খুব চিন্তার বিষয় ১৬১
দ্বীন অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের হেফাযত ১৬৩
আল্লাহওয়ালাদের দুআর বরকত ১৬৪
আল্লাহভীতি এমনই থাকা উচিত ১৬৫
এমন নেককার বীরপুরুষ ১৬৭
তওবা করার দুটি উপকার ১৬৭
লজ্জার আগুনে জ্বলাও অনেক উত্তম ১৭০
জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের এক বিস্ময়কর মাধ্যম ১৭২
গোনাহের থেকে বাঁচার দুআ ১৭৩
দুটি অপূর্ব দুআ ১৭৪
তাওবা করার সময় কান্নার ফযিলত ১৭৪
এক মহিলার তাওবা ১৭৫
আল্লাহর আনুগত্যে আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার ১৭৭

রমাযানে আমাদের করণীয় ও বর্জণীয় ১৭৯

শবে বরাতের ফযিলত[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ۞ وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرٍ, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۞ وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرٍ, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۞ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের দৃশ্য

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। আর এর ঘোষণা পবিত্র কুরআন মাজীদে স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে।[২]

মানবজাতীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ—এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা

[১] হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানে এক মসজিদে শবে বরাত উপলক্ষে এই বয়ান করেন। উক্ত বয়ানে বেশ সংখ্যক উলামায়ে কেরাম, মুরীদবৃন্দ ও বিপুল পরিমাণে জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

[২] সূরা আত-তীন, ৯৫:৪।

দিয়েছেন। আর মানবজাতির জন্যই আল্লাহ জমিন-আসমানের মধ্যে সব কিছু সাজিয়েছেন। জমিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۝

আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম![৩]

জমিনকে আল্লাহ তা'আলা বিছানা হিসেবে বানিয়েছেন। আকাশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি।[৪]

আকাশকে আল্লাহ সংরক্ষিত ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সেটিকে তিনি সুসজ্জিত করেছেন যেন বান্দা দেখে খুশি হয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপনাস্ত্র বানিয়েছি।[৫]

আল্লাহ দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। কীভাবে এটিকে তৈরি করা হয়েছে? আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ।[৬]

তোমরা এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা কর। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

[৩] সূরা যারিয়াত, ৫১:৪৮।

[৪] সূরা আম্বিয়া, ২১:৩২।

[৫] সূরা আল-মূলক, ৬৭:৫।

[৬] সূরা রদ, ১৩:২।

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝۳

তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোনো তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? [৭]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ۝۴

অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ
فُرُوْجٍ ۝۶ وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِیَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝۷ تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰی لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝۸

তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোনো ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।[৯]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَ الشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝۳۸

সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।[১০]

[৭] সূরা আল-মূলক, ৬৭:৩।
[৮] সূরা আল-মূলক, ৬৭:৪।
[৯] সূরা কফ, ৫০:৬-৮।
[১০] সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৮।